২৩ অগাস্ট ২০১৩

বিবৃতি

মানবাধিকার ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন

অধিকার এর কার্যক্রম ও গ্রহনযোগ্যতা

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর গত ১৯ বছরে মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* পক্ষপাতহীন ও দায়িত্বশীলতার সাথে বাংলাদেশের ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে সব মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রের পক্ষে ব্যাপকভাবে কাজ করেছে।

অধিকার অতীত ও বর্তমানের প্রতিটি সরকারের আমলে মানবাধিকার লঙ্ঘন এর বিষয়গুলো জনসমক্ষে তুলে ধরে একদিকে জনগণকে যেমন তাদের *অধিকার* সম্পর্কে সচেতন করেছে, অন্যদিকে সরকারকে তার সুপারিশ দিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের জন্য সহযোগিতা করেছে; তেমনি রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন না করার জন্য দায়িত্বশীল করতে চেয়েছে।

মানবাধিকার এর পক্ষে সোচ্চার হবার জন্য প্রতিটি সরকারের আমলে *অধিকার* রাষ্ট্র কর্তৃক হয়রানীর শিকার হয়েছে। তবু *অধিকার* তার দায়িত্ব পালনে কখনোই পিছপা হয়নি। বর্তমানের আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী দলে থাকাকালে *অধিকার* এর মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত তথ্য, উপাত্ত, প্রতিবেদন সংগ্রহ করে তাদের কাজে লাগিয়েছে। ২০০৭-২০০৮ সালে 'মাইনাস টু ফর্মূলার' মাধ্যমে দুই নেত্রীকে অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় জেল বন্দী করলে *অধিকার* তার প্রতিবাদ করে। কারণ *অধিকার* গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিশ্বাস করে। বর্তমানে বিরোধী দলও অধিকার এর তথ্য-উপাত্ত, তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন তাদের কাজে লাগাচ্ছে। এই থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, *অধিকারের* তথ্য উপাত্ত যে কোন দল মত নির্বিশেষে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য। এর পিছনে কারণ হলো *অধিকার* যথেষ্ট যাচাই বাছাইয়ের পরই তাদের তথ্য সর্বসম্মুখে উন্মুক্ত করে ও পক্ষপাতহীনভাবে শুধুমাত্র মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে। জাতিসংঘ সহ দেশ বিদেশের মানবাধিকার সংগঠন ও বিভিন্ন সংস্থার কাছে *অধিকার* এর তথ্য সত্য ও বস্তুনিষ্ঠতার কারণে গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করেছে। গত ১৯ বছরে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে *অধিকার* বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড; হেফাজতে নির্যাতন; গুম; সাংবাদিক ও সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ, নির্যাতন; নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্বিচারে বাংলাদেশীদের উপর ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর হত্যা, নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মীরা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

তাঁরা বাংলাদেশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে 'আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক' হিসাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষন করে থাকে। এই বিষয়েও *অধিকার* এর কর্মীদের দক্ষতা অপরিসীম।

<u>হেফাজতে ইসলাম সমাবেশ, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন ও অধিকার এর উপর তৎপরবর্তী সরকারী আক্রমনঃ</u>

অধিকার এর একটি মূল কাজ হলো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার বিষয়ে সরকারকে দায়িত্বশীল করা। *অধিকার* প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই বিষয়ে ডকুমেন্টেশন, তথ্যানুসন্ধান, এডভোকেসি, সচেতনতামূলক কার্যক্রম করে আসছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারের আমলে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ড করেও চরম দায়মুক্তি ভোগ করছে। *অধিকার* সবসময়ই চেয়েছে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা যাতে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতে না পারে সে বিষয়ে সরকারকে দায়বদ্ধ করা; অথচ তা ঘটেই চলছে।

গত ৫ মে ২০১৩ ঢাকায় হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ হয়। ঐ সমাবেশকে কেন্দ্র করে ৫ ও ৬ মে অসংখ্য মানুষ রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক বিচারবর্হিভূত ভাবে নিহত হয় বলে অভিযোগ আসতে থাকে। ৫ মে পুলিশ নির্বিচারে গুলি করে অনেককে হত্যা করে বলে জানা যায়। ৬ই মে মধ্যরাতে সমাবেশকারীদের মতিঝিল শাপলা চত্বর থেকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ বন্ধ করে সমাবেশকারীদের উপর পুলিশ ও যৌথ বাহিনী হামলা চালায়। এই সময় বিরোধী দলীয় দুটি টিভি চ্যানেল দিগন্ত ও ইসলামিক টিভি ঘটনাটি সরাসরি সম্প্রচার করতে থাকায় চ্যানেল দুটি সরকার বন্ধ করে দেয়, যা এখনো বন্ধ রয়েছে। *অধিকার* যেহেতু বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধের লক্ষ্যে কাজ করে, তাই এই ঘটনায় কতজন মানুষ নিহত হয়েছে সে বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান শুরু করে। প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধানে ৫ ও ৬ ই মে ৬১ জন নিহত হয়েছেন বলে *অধিকার* জানতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে *অধিকার* ১০ জুন ২০১৩ এ 'হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে ৬১ জন নিহত হয়েছে বলে উল্লেখ করে। যদিও সরকার এর পক্ষ থেকে ৫ই মে ১১ জন ও ৬ই মে ভোর রাতের অভিযানের ঘটনায় কেউ নিহত হয়নি বলে দাবি করে[১]। সরকার এই ঘটনায় এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত এরও বেশী অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ফলে ভিক্টিম পরিবারগুলোর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দেয়। তথ্যানুসন্ধানকালে নিহত অধিকাংশ ভিক্টিমদের আত্মীয়স্বজন তাদের উপর পুলিশ ও গোয়েন্দাদের নজরদারীর বিষয়টি উল্লেখ করে *অধিকার*কে ভিক্টিম ও তাদের পরিবারের নাম ঠিকানা প্রকাশ করতে নিষেধ করে। ফলে ভিক্টিমদের নিরাপত্তার স্বার্থে মানবাধিকার কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে *অধিকার* ৬১ জনের তালিকা প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত

[১] ডেইলি স্টার ১১/৫/১৩; ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বেনজীর আহমেদের বক্তব্য ৮/৫/১৩; তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর বক্তব্য, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৩/৮/১৩

করা থেকে বিরত থাকে। উল্লেখ্য *অধিকার* নিহত ৬১ জনের নাম-ঠিকানা-পিতার নাম সহ অন্যান্য তথ্যাদি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধের জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টার, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রকে প্রদান করে।

১০ জুন ২০১৩ *অধিকার* প্রতিবেদনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর মহাপরিচালক, পুলিশ মহাপরিদর্শক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক সংবাদ মাধ্যমে প্রেরণ করে। প্রতিবেদনটি জনসাধারনের জন্য *অধিকার* এর ওয়েব সাইটেও দেয়া হয়। ১০ জুলাই ২০১৩ তথ্য মন্ত্রনালয় থেকে চিঠিতে প্রতিবেদনটি সহ ৬১ জন ভিক্টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য চাওয়া হয়। ১৭ জুলাই ২০১৩ মাননীয় তথ্যমন্ত্রী বরাবর প্রত্যুত্তর চিঠির সাথে *অধিকার* প্রতিবেদনটি প্রদাণ করে ও ভিক্টিমদের নিরাপত্তার স্বার্থে অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করতে সুপারিশ করে। যেখানে *অধিকার* উক্ত কমিশনের কাছে ভিক্টিমদের নাম ঠিকানাসহ সব তথ্য প্রদান করার অঙ্গীকার করে। ১৭ জুলাই *অধিকার* তথ্য মন্ত্রনালয়ে প্রতিবেদনটিসহ এই চিঠি পাঠালে তথ্যমন্ত্রনালয় *অধিকার* এর সাথে যোগাযোগ করেনি। ১০ অগাষ্ট ২০১৩ সারাদেশ যখন ঈদ উপলক্ষে দীর্ঘ ছুটিতে ছিল সেই সময় মানবাধিকার কর্মী *অধিকার* এর সেক্রেটারি ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এডভোকেট আদিলুর রহমান খান যখন তাঁর স্ত্রী সন্তানসহ আত্মীয় বাড়ি থেকে এসে তাঁর বাসার গেটের ভেতরে প্রবেশ করেছেন, (একই ভবনেই *অধিকার* অফিসটি রয়েছে) তখন রাত ১০.২০ টায় প্রায় ১০ জন লোক বিনা অনুমতিতে দারোয়ানকে সরিয়ে দিয়ে গেটের ভেতরে ঢুকে আদিলুর রহমান খানকে ঘিরে ধরে ও তারা গোয়েন্দা সংস্থার লোক বলে পরিচয় দিয়ে তাঁকে তাদের সাথে ইউসিবিএল ব্যাংকের একটি মাইক্রোবাসে (ঢাকা মেট্রো- ৫৩৪২০৬) উঠিয়ে নিয়ে যায়। এই লোকগুলোর সাথে কোন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল না, বা তারা গোয়েন্দা সংস্থার লোক কিনা সে বিষয়ে কোন পরিচয় পত্রও দেখায়নি। খবর পেয়ে *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মীরা তৎক্ষনিক বিষয়টি সবমহলে অবহিত করে এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় তিনি গোয়েন্দা পুলিশ হেফাজতেই আছেন। যদিও গোয়েন্দা পুলিশ সে রাতে আদিলুর রহমান খানের স্ত্রী / *অধিকার* এর কোন মানবাধিকার কর্মীকে তাঁকে গ্রেপ্তারের খবর নিশ্চিত করেনি। এ বিষয়ে আদিলুর রহমান খানের পরিবার একটি সাধারণ ডায়েরী করার জন্য গুলশান থানায় গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আদিলুর রহমান খানের বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ার কথা জানান এবং সাধারণ ডায়েরী করার ব্যাপারে অপরাগতা প্রকাশ করেন।

১১ অগাষ্ট ২০১৩ মূখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করার আগে আদিলুর রহমান খানের আইনজীবী ও পরিবারের কেউই তাঁকে গ্রেপ্তারের কারণ কি তা জানতে পারেননি এমনকি তাঁর সাথে যোগাযোগও করতে পারেননি। যখন তাঁকে ঢাকা মূখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হল তখন জানা গেল যে, তাঁকে

ফোজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ১০ দিনের রিমান্ড চেয়েছে। পুলিশ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তথ্য মন্ত্রনালয় থেকে মৃতের তালিকা চাওয়া হলেও *অধিকার* কোন তথ্য দেয়নি যার জন্য আদিলুর রহমান খানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই বলে যে অধিকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ লঙ্ঘন করেছে। একইদিনে, আদালত আদিলুর রহমান খানের জামিন না মঞ্জুর করে এবং ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে পাঠায়। ১২ অগাষ্ট ২০১৩ আদিলুর রহমান খান ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে একটি ক্রিমিনাল মিসেলিনিয়াস পিটিশন দাখিল করেন। পিটিশনে আদিলুর রহমান খান উল্লেখ করেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট এবং যা অশুভ উদ্দেশ্যে তাঁকে নির্যাতন ও অপদস্ত করার লক্ষ্যে করা হয়েছে। পিটিশন থেকে জানা যায়, তথ্য মন্ত্রনালয়ের ১০ জুলাই ২০১৩ তারিখের চিঠির জবাবে ১৭ জুলাই ২০১৩ *অধিকার* পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে, সরকার যদি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করে তবেই অধিকার ৫ ও ৬ মে ২০১৩ ঘটনার নিহতের তালিকা প্রকাশ করবে কারণ তদন্ত কমিশন আইন ১৯৫৬ অনুযায়ী সরকারকে কমিশন গঠনের ক্ষমতা দেয়া আছে। আদিলুর রহমান খানের গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের বৈধতার বিষয়ে উচ্চআদালতে বলা হয়, ৫৪ ধারায় রিমান্ডে নেয়া ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় (৫৫ ডি এল আর ৩৬৩) উচ্চআদালতের রায়ের সরাসরি লঙ্ঘন।

আদিলুর রহমান খানের আইনজীবিদের শুনানীর পর উচ্চআদালত তাঁর রিমান্ড স্থগিতের আদেশ দিয়ে রুল জারি করে এবং বলে যদি প্রয়োজন হয় তবে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ১৩ অগাষ্ট ২০১৩ তাঁকে মহানগর মূখ্য হাকিম আদালতে হাজির করা হয় এবং সেখান থেকে প্রথমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং পরে কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য যে, জেলকোড অনুযায়ী আদিলুর রহমান খানের জন্য ডিভিশন চাওয়া হলেও ম্যাজিস্ট্রেট পিটিশনটি প্রত্যাখান করেন। পিটিশনটির প্রত্যাখান নির্দেশ করে যে, আদিলুর রহমান খানের সঙ্গে আইন অনুযায়ী ব্যবহার করা হচ্ছে না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ৪৩ বছর চলছে। বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধে সংগ্রামরত প্রথম সারির মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ও এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান মানবাধিকার এর জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। অথচ আদিলুর রহমান খানকে বেআইনীভাবে আটক, রিমান্ডে নেয়া, জেলে পাঠানোর মাধ্যমে বর্তমান সরকার এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করল যে তাদের মানবাধিকার ও এর কর্মীদের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নেই। বর্তমানে অধিকার এর অফিস, আদিলুর রহমান খান এর বাসভবন (একই বিল্ডিং এ অবস্থিত) ও অধিকার এর কর্মকর্তারা প্রতিনিয়ত গোয়েন্দা নজরদারীর মধ্যে আছে।

আদিলুর রহমান খান মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র থাকাকালে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন। *অধিকার* প্রতিষ্ঠার পূর্ব হতেই আদিলুর রহমান খান মানবাধিকার রক্ষার কাজ করেছেন। আইনজীবী হিসেবে তিনি আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের পক্ষে অনেক মানবাধিকারের মামলা লড়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক *অধিকার* সুরক্ষা কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি এবং অন্য তিনজন আইনজীবী ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে দন্ডিত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তিনি শহীদ জননী জাহানারা ইমামের সাথে ৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিতে থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে ছিলেন সোচ্চার। তরুন আইনজীবী, জাতীয় সামাজতান্ত্রিক দল-জাসদ (ইনু) এর সদস্য হিসেবে আদিলুর রহমান খান সক্রিয়ভাবে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

বর্তমান তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু যাঁর সঙ্গে আদিলুর রহমান খান সরাসরি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আদিলুর রহমান খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও পরবর্তীতে মুন্সীগঞ্জ জেলা জাসদের আহবায়ক ছিলেন। কিন্তু তথ্যমন্ত্রী আদিলুর রহমান খানকে গ্রেপ্তারের পর থেকেই *অধিকার* এর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত অপপ্রচার চালাচ্ছেন, যদিও তিনি *অধিকার* এর অনেক সভা, সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আদিলুর রহমান খানকে আটকের পর তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* এর এজেন্ডা মানবাধিকার রক্ষা নয় তাদের প্রধান এজেন্ডা জামায়াতে ইসলামী, হেফাজতে ইসলাম ও জঙ্গীবাদীদের স্বার্থরক্ষা।[২]' *অধিকার* তথ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। কারণ *অধিকার* এর লক্ষ্যই হলো এই দেশের প্রতিটি মানুষের মানবাধিকার রক্ষার জন্য পক্ষপাতহীন ভাবে সংগ্রাম করা, যাতে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয় ও যে কোন রাজনৈতিক দল, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ব্যতিরেকে প্রতিটি মানুষ তাদের মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক *অধিকার* ভোগ করতে পারে।

১২ অগাস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয় ''.....দিনের বেলায় নিহত কয়েকটি মৃতদেহের এবং আহত কয়েকজনের ছবি কম্পিউটারে ফটোশপের সাহায্যে জোড়া লাগিয়ে রাতের অভিযানে তারা নিহত হয়েছে বলে প্রচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।''[৩] *অধিকার* স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়ের এই প্রেস নোট প্রত্যাখান করে জানাচ্ছে যে, *অধিকার* ও আদিলুর রহমান খান সম্পর্কে যে মিথ্যা অপপ্রচার সরকার চালাচ্ছে তা ভিত্তিহীন। *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মীরা (তৃনমূল পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবী মানবাধিকার কর্মীসহ) তথ্যানুসন্ধানের সময়

[২] তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর বক্তব্য/ বাংলাদেশ প্রতিদিন-১৪/৮/১৩
[৩] যুগান্তর ১৩/৮/১৩

এই ঘটনায় নিহত যেসব ব্যক্তিদের ছবি সংগ্রহ করেছিল তাই এই প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে। *অধিকার* প্রতিবেদনে ফটোশপের কারসাজির সরকারের মিথ্যা অভিযোগ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করছে।

১১ অগাস্ট ২০১৩ রাত আনুমানিক ৮.২০ টায় গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) *অধিকার* অফিসে তল্লাশি চালায়। তারা দুটি সিপিইউ ও তিনটি ল্যাপটপ নিয়ে যায়। দুটি সিপিইউতেই *অধিকার* এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টেশন, তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন, ভিক্টিমদের ছবি, মামলার কাগজপত্র ইত্যাদি তথ্য সহ ৫ ও ৬ মের ঘটনার প্রতিবেদন সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অনেকগুলোরই কোন ব্যাকআপ ছিল না। এই রিপোর্ট প্রকাশ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে এই তথ্য সম্বলিত কম্পিউটারগুলো ফেরত দেয়া হয়নি।

সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা

অধিকার মনে করে স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম, সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন একটি দেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে উন্নত করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। একটি দেশের মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য দলনিরপেক্ষ ও পেশাগত দায়িত্ব সম্পন্ন সংবাদমাধ্যম অত্যন্ত জরুরী। সাংবাদিকদের উপর আক্রমন, হত্যা, নির্যাতন, মিথ্যা মামলা বন্ধের লক্ষ্যে *অধিকার* অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে। আদিলুর রহমান খানকে সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার ব্যক্তিবর্গ তুলে নেবার পর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবর দিলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ খবরটি গুরুত্বের সাথে জনসাধারনকে জানিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করেন। কিছু সংবাদ মাধ্যম এই ঘটনার পরপর *অধিকার* ও আদিলুর রহমান খান সম্পর্কে সত্য তথ্য তুলে ধরেছে। তবে *অধিকার* এও লক্ষ্য করছে যে, আদিলুর রহমান খানকে আটকের পর দিন থেকেই কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম *অধিকার* ও আদিলুর রহমান খান সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট ও বিকৃত তথ্য প্রকাশ করছে। তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে *অধিকার* ও আদিলুর রহমান খান সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাস্তবতা হলো যে, সরকার বিরোধী দলীয় প্রায় সব ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে। বেশীরভাগ টিভি চ্যানেল ও পত্রিকার মালিকানা সরকার পন্থীদের হাতে চলে গেছে। ফলে উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে *অধিকার* ও আদিলুর রহমান খান সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সরকারপন্থী দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় ১৮ই অগাস্ট তারিখে 'অধিকারের নিহত সোহেল এখন উজানী মাদ্রাসায় ক্লাস করছে।'[৪] সেই প্রতিবেদনে প্রতিবেদক বিভাষ বাড়ৈ উল্লেখ করেন যে, "সেই রাতের ঘটনায় হেফাজত, জামায়াত, বিএনপি আর কথিত মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* নিহত হিসেবে একজন মাদ্রাসার ছাত্রের নাম প্রকাশ করতে পেরেছে। কিন্তু সেই তথ্যই ছিল মিথ্যা। ..... কখনও হাজার হাজার আবার কখনও ৬১ জনের হত্যার কথা প্রচার করে নিহত হিসেবে সোহেল নামের ছাত্রের কথা বলা হয়েছে

[৪] দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ অগাস্ট ২০১৩

তিনি এখন ক্লাস করছেন চাঁদপুরের কচুয়ায় তার মাদ্রাসায়।" এই প্রতিবেদনে *অধিকার*কে মানবাধিকার নামে 'সক্রিয় গ্রুপ' উল্লেখ করে বলা হয় যে, *অধিকার* সোহেল ছাড়া কারও নাম ঠিকানা সহ পরিচয় বলতে পারে নি। *অধিকার* স্পষ্ট ভাবে জানাতে চায় যে এর তালিকায় নিহত ৬১ জনের মধ্যে 'সোহেল' নামে কোন ব্যাক্তির নাম নেই । এটি একটি উদাহরণ মাত্র। এছাড়া সরকার সমর্থিত বেসরকারী টিভি চ্যানেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি, ৭১ টিভি, অনলাইন মিডিয়া, বিডি নিউজ ২৪ ডট কম সহ আরো কিছু মিডিয়া *অধিকার* এর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে। *অধিকার* সবসময়ই হলুদ সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং সত্য ও স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে।

তথ্য প্রযুক্তি আইনের (সংশোধিত) খসড়া ও মানবাধিকার

এরই মধ্যে গত ১৯ শে অগাস্ট তথ্য প্রযুক্তি আইনের (সংশোধিত) খসড়া মন্ত্রীসভা অনুমোধন করেছে। এই আইনের খসড়ায় ৫৪, ৫৬, ৫৭ ও ৬১ ধারায় উল্লেখিত অপরাধকে আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খসড়ায় এই চার ধরার অপরাধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তির মেয়াদ ১০ বছর থেকে বাড়িয়ে ১৪ বছর করা হয়েছে। আর নূন্যতম শাস্তি হবে সাত বছর। এ খসড়া আইনে আমলযোগ্য অপরাধ কেউ করলে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তারের বিধান রাখা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন আইনটি ভেটিংয়ের (পরীক্ষা-নিরিক্ষা) জন্য আইন মন্ত্রনালয়ে পাঠানো হয়েছে। ভেটিং পেলেই অধ্যাদেশ আকারে তা জারি করা হবে। আইনটির নাম হবে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৩। ১০ অগাস্টে আদিলুর রহমান খানকে বিনা পরোয়ানায় আটক, জামিন না দেয়ার পর ২০ অগাস্ট বিনা পরোয়ানায় আটক, জামিন না দেয়ার বিধান রেখে একে আইনে রুপান্তর করতে চাইছে সরকার। *অধিকার* মনে করে আইনে পরিনত করা হলে এটি হবে একটি নিবর্তনমূলক আইন এবং তা যে কোন ধরনের প্রতিশোধমূলক কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হবে। *অধিকার* মনে করে আদিলুর রহমান খান ও *অধিকারের* মানবাধিকার কর্মীসহ সব মানবাধিকার কর্মী, সংবাদ মাধ্যম ও জনসাধারণের কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি করে এটি আইনে পরিনত করার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার।

অধিকারের কণ্ঠরোধের অপচেষ্টা

বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড, সীমান্তে বাংলাদেশীদের হত্যা নির্যাতন সহ রাষ্ট্র কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে *অধিকার* এর সাহসী পদক্ষেপ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পর্যবেক্ষন করার দক্ষতার কারণেই সরকার *অধিকার* ও এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে। *অধিকার* এর সেচ্ছাসেবী মানবাধিকার কর্মীরা মাঠ পর্যায়ে কর্মরত থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে যাকে মূল ভিত্তি ধরে *অধিকার* প্রতি মাসেই বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের সুপারিশসহ মানবাধিকার প্রতিবেদন সরকারসহ সকলের কাছে উপস্থাপন করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে

অধিকার এর মানবাধিকার কর্মীদের কাজ করতে সরকার এর পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, ২০১৩ এর অগাস্ট মাসের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন *অধিকার* এর পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠার পর গত উনিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে *অধিকার* বাধ্য হলো।

অধিকার আশা করে প্রতিটি মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের স্বপক্ষে মানুষ *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মীদের পাশে এসে দাঁড়াবেন ও বর্তমানে এই চরম নিবর্তনমূলক পরিস্থিতির মোকাবেলা করবেন।

বিঃদ্রঃ *অধিকার* গণমাধ্যমের কর্মীদের কাছে সম্পূর্ন প্রতিবেদনটি প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-